চুয়াডাঙ্গায় গৃহহীনদের মাঝে ভূমিসহ গৃহ প্রদান

আশ্রয়নের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার এই শ্লোগানকে সামনে রেখে শনিবার সকাল সাড়ে নয়টার সময় জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে গৃহহীনদের মাঝে ভূমি ও গৃহ প্রদান কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়।

ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

মুজিব বর্ষ উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ভূমিহীন এবং গৃহহীনদের মাঝে ভূমিসহ গৃহ প্রদান কার্যক্রমের প্রথম পর্যায়ের চুয়াডাঙ্গা জেলাতে ১৩৪ জন গৃহহীন এবং ভূমিহীনদের মাঝে গৃহ এবং ভূমি প্রদান করা হয়। চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলায় ৩৪ জনকে এই ভূমি এবং গৃহ প্রদান করা হয়।

ভূমি এবং গৃহের দলিল ও চাবি তুলে দেয়ার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাদিকুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) আবু তারেক, উপজেলা চেয়ারম্যান আসাদুল হক বিশ্বাস প্রমুখ।

মেহেরপুরে ২৬ পরিবারে বইছে ঈদের আনন্দ

এম এফ রুপক/শাকিল রেজা:
বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে ঘোষিত মুজিব বর্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে একসঙ্গে ঘর পেল প্রথম ধাপে মেহেরপুরের তিন উপজেলায় ২৬ জন ভ’মিহীন-গৃহহীন পরিবার। শনিবার তিন উপজেলা পরিষদ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সুবিধাভোগীদের

হাতে ঘরের কাগজ ও চাবি তুলে দেওয়া হয়। এর আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে গণভবন থেকে প্রধানমন্ত্রীর ভার্চুয়ালি উদ্বোধনের মাধ্যমে বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, খুলনার বিভিন্ন অঞ্চলে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয় এসব আধা পাকা ঘর ও জমি। সারা দেশে প্রথম ধাপে ঘর জমিসহ ঘর পেয়েছে ৬৯ হাজার ৯শ ৪ পরিবার।

প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর পেয়ে তাদের চোখে-মুখে যেন খুশির ঝিলিক। এ যেন ঈদের আনন্দকেও হার মানাবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তারা বলেন, নিজের একটি পাকা ঘর ও ভূমি হতে পারে তা আমরা আগে কখনও ভাবিনি। এটিই বিশ্বে গৃহহীন মানুষকে বিনামূল্যে ঘর করে দেওয়ার সবচেয়ে বড় কর্মসূচি।

সংশ্লিষ্টরা জানান, গৃহহীন-ভূমিহীনদের ঘর করে দেওয়ার এত বড় কর্মসূচি পৃথিবীতে আর একটিও নেই। এর মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে নতুন ইতিহাস গড়লো বাংলাদেশ। দেশে ভূমিহীন ও গৃহহীন অসহায় মানুষদের মধ্যে যাদের ভূমি নেই তাদের সরকারের খাস জমি থেকে ২ শতাংশ ভিটে এবং ঘর দিচ্ছে সরকার। যাদের ভিটে আছে ঘর নাই তাদের ঘর দিচ্ছে সরকার। প্রতিটি ঘর দুই কক্ষ বিশিষ্ট। এতে দুটি রুম ছাড়াও সামনে একটি বারান্দা, একটি টয়লেট, একটি রান্নাঘর এবং একটি খোলা জায়গা থাকবে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মুজিবনগর উপজেলা সম্মেলন কক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে ৪ টি ভ’মিহীন-গৃহহীন পরিবারের হাতে জমিসহ ঘরের চাবি হস্তান্তর করেন। ঘর হস্তান্তর অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার। সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুল আলমের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি ছিলেন সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দীন, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হাফিজ আল আসাদ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলাম, জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সম্পাদক এ্যাড. ইব্রাহীম শাহীন, পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দীন বিশ্বাস, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম, মুজিবনগর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মোল্লা প্রমুখ।

অন্যদিকে গাংনী উপজেলা সম্মেলন কক্ষ থেকে ৬টি পরিবারকে জমিসহ ঘর হস্তান্তর করা হয়। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ সবিধাভোগীদের হাতে জমির কাগজসহ ঘরের চাবি তুলে দেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক এম এ খালেক, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা খাতুনসহ উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা।

মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদুল আলম সদরের ১৬ টি ভ’মিহীন-গৃহহীন পরিবারের হাতে জমির কাগজসহ ঘরের চাবি তুলে দেন। উপজেলা সম্মেলন কক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ঘর হস্তান্তর করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম, ভাইস চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান লতিফুন্নেছা লতাসহ উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা।

মেহেরপুর জেলায় যে ২৬ পরিবার ঘর পেলো তারা হলেন, মেহেরপুর সদর উপজেলার উজলপুর গ্রামের আব্বাস আলীর স্ত্রী মমতাজ পারভীন, উজলপুর গ্রামের খুদা বকসের স্ত্রী মেহেননিগা খাতুন, কুতুবপুর গ্রামের মিলন হোসেনের স্ত্রী ফাহিমা খাতুন, শিবপুর গ্রামের হযরত আলীর স্ত্রী জামেরন, উজলপুর গ্রামের জিতুকালামের স্ত্রী বেগম, ইছাখালী গ্রামের সাজাত আলীর স্ত্রী রুপালী খাতুন, গোভীপুর গ্রামের সাদ আলীর স্ত্রী বেদেনা খাতুন,

মেহেরপুর পৌরসভার বেড় পাড়ার কেরামত আলীর স্ত্রী মেরিনা খাতুন, মেহেরপুর পৌর সভার কলেজ পাড়ার মহিরদ্দীন মন্ডল, মেহেরপুর পৌরসভার কলেজ পাড়ার সজলের স্ত্রী রিমা খাতুন, মেহেরপুর কলেজ পাড়ার আঃ মালেকের স্ত্রী করিমন খাতুন, মেহেরপুর পৌর সভার গোহাট পাড়ার আবু হোসেনের স্ত্রী হালিমা খাতুন, দিঘির পাড়ার আবুল হোসেনের স্ত্রী টুনি খাতুন, দিঘির পাড়ার রাইহানের স্ত্রী লাভলী খাতুন, স্টেডিয়াম পাড়ার ইসমাইল হোসেনের স্ত্রী ফরিদা পারভীন, বেড়পাড়ার জাহাঙ্গীর আলমের স্ত্রী মজিরন খাতুন,

গাংনী উপজেলার, কাজিপুর গ্রামের জহুর আলীর ছেলে ছহির উদ্দিন, কাজিপুর গ্রামের যমুনা খাতুন, কাজিপুর গ্রামের ফেরদৌসি খাতুন, নিশিপুর গ্রামের তহমিনা খাতুন, জুগীরগোফা গ্রামের মৃত নিয়াত আলীর স্ত্রী হাজেরা খাতুন, চেংগাড়া গ্রামের মৃত ইয়াদ আলীর ছেলে জিন্নাত আলী,

মুজিবনগর উপজেলার, মহাজন পুর গ্রামের ফজিলা খাতুন, মহাজনপুর গ্রামের ওশিন খাতুন, মহাজনপুর গ্রামের দাসী খাতুন ও মহাজনপুর গ্রামের খইরন নেছা।

মেপ্র/এমএফআর

[redacted]

[redacted]

দামুড়হুদায় জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধে সংঘর্ষ, মহিলাসহ আহত ৪

দামুড়হুদা উপজেলার উত্তর চাঁদপুর গ্রামে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে প্রতিপক্ষের হামলায় নারীসহ ৪ জন আহত হয়েছে। আহত ব্যক্তিরা চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে।

আহতরা হলেন দামুড়হুদা উত্তর চাঁদপুর গ্রামের শওকত আলীর ছেলে মুন্নাফ আলী (৪০), নাজমুলের স্ত্রী ময়না খাতুন (২৫), শওকত আলীর স্ত্রী হারিছন (৬০), লিটনের স্ত্রী নাহিদা খাতুন (২৫)।

দামুড়হুদা মডেল থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে। গতকাল শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৩ টার দিকে এঘটনা ঘটে।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের উত্তর চাঁদপুর গ্রামের শওকত আলীর ছেলে মুন্নাফ আলী দোকান হতে বাড়ি ফেরার পথে পূর্ব শত্রুতার জের ধরে একই গ্রামের আলফার ছেলে ইসরাফিল, জাহাঙ্গীর, আলম ও আলমের ছেলে মিরাজুল, জাহাঙ্গীরের ছেলে সাদিকুর, হঠাৎ বাঁশের লাঠি, লোহার শাবল, রামদা দিয়ে মারপিট করতে থাকে।

পরে পরিবারের লোকজন মুন্নাফ কে বাঁচাতে এগিয়ে আসলে নাজমুলের স্ত্রী ময়না খাতুন,শওকত আলীর স্ত্রী হারিছন, লিটনের স্ত্রী নাহিদা খাতুনকে বেধড়ক পিটাতে থাকে। এমতাবস্থায় তারা রক্তাত ভাবে রাস্তার উপরে লুটিয়ে পড়লে স্থানীয় লোকজন তাদের কে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন।

এব্যাপারে লিটন বাদী হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন।

দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি আব্দুল খালেক বলেন, উত্তর চাঁদপুর গ্রামে একটি মারামারি ঘটনা ঘটেছে। লিটন আলী বাদী হয়ে একটি অভিযোগ দায়ের করেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে দূরত্ব ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

[redacted]

[redacted]

মোল্লা, শাফায়েতুল্লা, কামাল হোসেন, সোনা উল্লা, পৌর ছাত্র লীগের সভাপতি নয়ন সরকার, শাহিন, সাকিব, অটলসহ সকল ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি সম্পাদক বৃন্দ।

জীবননগরে হাসাদাহ সাহিত্য পরিষদের শপথ অনুষ্ঠান

জীবননগর উপজেলার হাসাদাহ সাহিত্য পরিষদের শপথ পাঠ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকালে হাসাদাহ প্রেস ক্লাবে এ শপথ পাঠ অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের প্রথমে কোরআন তেলোয়াত করেন ডাক্তার মন্সী কবির হোসেন। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেহে শপথ পাঠ করান গ্রন্থণা ও প্রকাশনা বিষয়ক সাবেক সদস্য ফরিদা পারভীন। হাসাদাহ সাহিত্য পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা শুকুর আলী মন্ডল, উপদেষ্টা সদস্য জুম্মাত আলী মন্ডল, উপদেষ্টা সদস্য মিন্টু মিয়া ও সকল সদস্য শপথ বাক্য পাঠ করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক চাষী রমজান, মুসলিমা প্রধান সুমি, আব্দুল মোতালেব, কবির আহম্মদ, শ্রী নিতাই চন্দ সেন, সৈয়দ হোসেন, জাহিদুল হাসান, আব্দুস সালাম আল ফারুক।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সামসুল আলম, বদরুজ্জামান শ্যামল, মনিরুজ্জামান রিপন, আল আমিন, সারমিন সুলতানা সান্তা, লিমন হুসাইন, আরিফ হোসেনসহ সকল সদস্য।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, হাসাদাহ সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ডিএম মতিয়ার রহমান। সার্বিক পরিচালনা করেন হাসাদাহ সাহিত্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মোতালেব মাস্টার।

বারোবাজারে বুড়িভৈরব নদীর উপর ব্রীজের সংস্কার জরুরী, জন দুর্ভোগ চরমে!

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার ফুলবাড়ি গেট সংলগ্ন বারোবাজার ও কাষ্টভাঙ্গা ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে বহমান বুড়িভৈরব নদীর উপর ব্রিজটি আশু প্রয়োজন। দীর্ঘ ১৮ মাসের অধিক সময় ধরে এই ব্রীজটি ভেঙ্গে পড়ে থাকার কারণে জন দুর্ভোগ চরমে উঠেছে।

স্থানীয় জনসাধারণের সুবিধার্থে ভাঙ্গা ব্রীজের পাশ দিয়ে কালীগঞ্জ এলজিইডির তত্ত্বাবধানে বাঁশের সাকো তৈরি করা হলেও তা এখন চলাচলের অনুপযোগী।

ব্রীজটি ভাঙা থাকার কারণে দীর্ঘ ৪/৫ কিঃমিঃ ঘুরে জনসাধারণকে গন্তব্যে যেতে হচ্ছে। এই রাস্তাটি দিয়ে বারোবাজার, সাতমাইলসহ বিভিন্ন বাজার বা স্কুলে যেতে হলে অনেক বেগ পোহাতে হচ্ছে।

স্থানীয় বাসিন্দিরা বলেন, এভাবে আর চলতে পারছি না সাংবাদিক ভাইয়েরা আপনারা একটু দেখেন।

স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও এলজিইডি কতৃপক্ষ একটু সুদৃষ্টি দিলে স্থানীয় জনগন ও দূরদূরান্ত থেকে আগত পথচারীদের কষ্ট লাঘব হবে এমনটি মনে করে স্থানীয় বাসিন্দারা।

আলমডাঙ্গায় ৫ মাদকসেবীকে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় মাদক সেবনের দায়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ৫ জনকে ৪৭ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলি ভ্রাম্যমাণ

আদালতের মাধ্যমে তাদের এ জরিমানা করে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার খাসকররা ইউনিয়নের খাসকররা গ্রামের দক্ষিণ পাড়ার মাঠের মধ্যে প্রতিদিন সন্ধ্যায় মাদক সেবিদের আনাগোনা দেখা যায়।

এমন সংবাদের ভিত্তিতে তিয়রবিলা ফাঁড়ি পুলিশের আইসি সুব্রত বিশ্বাস সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন।

এ সময় পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে মদ সেবনের সময় ৫ জনকে আটক করে। আটকের বিষয়ে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলিকে অবগত করেন। পরে নির্বাহী অফিসার ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

আদালতের মাধ্যমে খাসকররা গ্রামের উজ্জল আলির ছেলে ইকবালকে ১০ হাজার টাকা, মৃত আকবারের ছেলে আশাদুলকে ৫ হাজার টাকা, সিরাজুল ইসলামের ছেলে মহাম্মদ আলিকে ১২ হাজার টাকা, চাঁদ মোল্লার ছেলে সাগরকে ১০ হাজার টাকা, মান্নান হোসেনের ছেলে তরিকুলকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

মোট ৫ জনকে ৪৭ হাজার টাকা জরিমানা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আলমডাঙ্গায় ৫নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর গাফ্ফারের নির্বাচনী গণসংযোগ

আলমডাঙ্গার এরশাদপুর ৫ নং ওয়ার্ডে আসন্ন পৌরসভা নির্বাচনে কাউন্সিলর পদ-প্রার্থী আব্দুল গাফ্ফারের গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকাল ৫ টার দিকে এরশাদপুর গ্রামের বিভিন্ন পাড়া ও মহল্লায় গণসংযোগ করেন।

এ সময় কাউন্সিলর প্রার্থী আব্দুল গাফ্ফার ওয়ার্ড বাসীর সাথে কুশোল বিনিময় ও ভোট চান ।

গণসংযোগে উপস্থিত ছিলেন আরিফ, আসাবুল, লতিফ, মনিরুদ্দিন, ইসরাইল হোসেন, বেল্টু, মুকুল, কছিমদ্দিন, আব্দুর রশিদ, মারজুল, রেজাউল, মানিক মালিতা, রতন মালিতা, লাল্টু, সিহাব, সাকিব, রুহুল, নাইমুর, আশিক, আলিফ, মানিক, প্রমুখ।

শৈলকুপায় থেকে গেল অবৈধ ১২ ভাটা

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় রহস্য জনক কারণে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে উঠেছে পরিবেশ অধিদপ্তরের উদ্যোগে অবৈধ ইট ভাটা গুড়িয়ে দেয়ার কার্যক্রম। গত বৃহস্পতিবার শৈলকুপার পৌর এলাকাসহ বিভিন্ন লোকালয় ও কৃষিজমিতে গড়ে ওঠা ১০টি ভাটা সম্পূর্ণরুপে গুড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

তবে অজ্ঞাত কারণে পৌর এলাকার কাজী পাড়ায় একটি অবৈধ ভাটা অক্ষত রয়ে গেছে।
গণমাধ্যমকর্মীরা বারবার এ ব্যাপারে পরিবেশ অধিদপ্তর যশোরের উপ-পরিচালকসহ কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও তারা কোন সদুত্তর দিতে পারেনি। কৌশলে বিষয়টি এড়িয়ে যান ।

এমন ঘটনায় উপজেলা জুড়ে এ কার্যক্রম নিয়ে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের মাঝে। বিভিন্ন স্থান থেকে কিছু ভাটা রেখে, কেন কিছু কিছু ভাটা ভাঙ্গা হলো আর কেনই বা অন্যান্য অবৈধ ভাটা থেকে গেল তার হিসাব মিলছে না সচেতন মানুষের কাছে।

অনেকেই মন্তব্য করেছেন তাহলে কেন গুটি কয়েক ভাটায় এ অপারেশন সীমাবদ্ধ রাখলেন, তবে কি বাকি মালিক দ্বারা কোন অন্ধকার রাস্তায় অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়েছেন তারা? কি বলবেন একে অমানবিক নাকি অন্য কোন দূরভিসন্ধি?

প্রসঙ্গত, ঝিনাইদহের শৈলকুপায় ২২ টি অবৈধ ইট ভাটা রয়েছে। এর মধ্যে মাত্র ১০টি ভেঙ্গে দিয়েছে যশোর পরিবেশ অধিদপ্তর, আরো থেকে গেছে ১২ টি অবৈধ ভাটা। পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র না থাকা, জেলা প্রশাসনের অনুমোদন নেই এমন ভাটাগুলি সম্পূর্ণ গুড়িয়ে দিতে অভিযানে নেমেছে পরিবেশ অধিদপ্তর।

পরিবেশ অধিদপ্তর যশোরের উপ-পরিচালক সাঈদ আনোয়ার অবশ্য সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, বুধবার থেকে ঝিনাইদহ জেলায় অভিযান শুরু হয়েছে। যে ইটভাটাগুলোতে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র নেই, জেলা প্রশাসনের অনুমোদন নেই, এমন সব ইট ভাটার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। তাদের এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।